যায়যায়দিন

তারিখ ... 6 MAY 2010
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

গ্রেপ্তার | বরিশাল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষ ঘটনায় গ্রেপ্তার দলীয় নেতাকর্মীরা -যাযাদি

বরিশাল মহানগর ছাত্রলীগের কমিটি বিলুপ্ত : পলিটেকনিক সভাপতিসহ গ্রেপ্তার ১৪

বরিশাল অফিস

ছাত্রলীগ বরিশাল পলিটেকনিক শাখার সভাপতি আবদুর রাজ্জাক ও সাংগঠনিক সম্পাদক মিজানুর রহমান মিজানসহ ১৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সাসপেন্ড করা হয়েছে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার অভিযোগে ৪ পুলিশ সদস্যকে। ছাত্রলীগের পলিটেকনিক শাখার কার্যক্রম স্থগিত এবং বরিশাল মহানগর ছাত্রলীগের কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে। জেলা ছাত্রলীগের কমিটিও বিলুপ্ত করা হতে পারে। এদিকে পত্রিকার ছবি দেখে হামলাকারী নেতাকর্মীদের শনাক্ত করে তাদের গ্রেপ্তারে ব্যাপকভাবে মাঠে নেমেছে মহানগর পুলিশ।

জানা গেছে, মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে মহানগর ছাত্রলীগের নেতারা পলিটেকনিক শাখার সভাপতি রাজ্জাককে নিয়ে কোতোয়ালি থানায় গেলে পুলিশ রাজ্জাককে আটক করে। এর আগে সাংগঠনিক সম্পাদক মিজানুর রহমান মিজানকে নগরীর কালিবাড়ী রোড থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে গতকাল সারাদিন অভিযান চালিয়ে আরো ১২ নেতাকর্মীকে নগরীর বিভিন্ন স্থান থেকে গ্রেপ্তার করে। তাদের গতকাল বিকালে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। ক্যাম্পাসে সংঘটিত ঘটনার সময় দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার দায়ে ৪ পুলিশকে গতকাল সাসপেন্ড করা হয়েছে। এরা হচ্ছেন- এএসআই সিদ্দিকুর রহমান, নায়েক সুবেদার আবদুর রহমান, কনস্টেবল সোহেল ও কনস্টেবল স্বপন। মহানগর

পুলিশের মহানগর : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৪

মহানগর : বরিশাল

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

উপ-কমিশনার (সদর) জনু লাল দাস জানান, ঘটনার সময় ক্যাম্পাসে নিষ্ক্রিয় থাকার অভিযোগের ভিত্তিতে তাদের সাসপেন্ড করা হয়েছে।

ইনস্টিটিউট সূত্র জানায়, মঙ্গলবারের নজিরবিহীন সন্ত্রাসের পর বুধবার সকাল থেকে ক্যাম্পাসে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপরতা ছিল লক্ষণীয়। দেশের অধিকাংশ পত্র-পত্রিকা ও মিডিয়ায় বরিশাল পলিটেকনিকে ছাত্রলীগের সংঘর্ষের সচিত্র সংবাদ প্রকাশের পর গতকাল সকালেই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অধ্যক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে ঘটনার বিস্তারিত জেনে নেন। এরপর থেকে র‌্যাবসহ বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরা ক্যাম্পাসে আসতে শুরু করেন। র‌্যাবের একটি বিশেষ দল অধ্যক্ষের সঙ্গে তার বাসভবনে সাক্ষাৎ করেন। সূত্র মতে, সকাল থেকে বেশ কয়েকটি সংস্থার সদস্যরা সংঘর্ষের ঘটনায় প্রকাশিত ছবি দেখে ধারালো অস্ত্রহাতে অ্যাকশনে থাকা ১৪ ছাত্রলীগ নেতাকর্মীর একটি তালিকা তৈরি করেছে। পুলিশ হামলাকারীদের শনাক্ত করাসহ ঘটনা তদন্তে তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেছে। মহানগর পুলিশের উপ-কমিশনার (দক্ষিণ) মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এ কমিটির প্রধান। পুলিশের একটি সূত্র জানিয়েছে, পুলিশ যে কোনো মূল্যে সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার করবে। তবে পুলিশের হাতে যারা এখন পর্যন্ত গ্রেপ্তার হয়েছে তাদের মধ্যে হামলায় অংশগ্রহণকারী কেউ নেই। তারা আত্মগোপনে চলে গেছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপরতার পর গতকাল সকাল থেকে আতঙ্কে ক্যাম্পাস ছেড়ে চলে যাচ্ছে আবাসিক ছাত্রছাত্রীরা। পুলিশ মঙ্গলবার রাত থেকে নগরী ও এর আশপাশের বিভিন্ন এলাকার মেসসহ বিভিন্ন বাসাবাড়িতে অভিযান চালিয়েছে। সংঘর্ষের ঘটনায় বরিশাল পলিটেকনিকের অধ্যক্ষ কোতোয়ালি থানায় গতকাল একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন। এজাহারে তিনি কারো নাম উল্লেখ করেননি। সংঘর্ষে গুরুতর আহত সুবির নামের এক ছাত্রকে গতকাল ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, ক্যাম্পাসে আধিপত্য বিস্তার ও মহানগর ছাত্রলীগের আসন্ন কাউন্সিলে নেতৃত্ব পেতে মরিয়া ছাত্রলীগের বিবদমান দুটি গ্রুপের মধ্যে গত মঙ্গলবার ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। পুলিশের উপস্থিতিতেই ধারালো অস্ত্র নিয়ে ছাত্রলীগ পলিটেকনিক শাখার নেতাকর্মীরা এ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এতে কমপক্ষে ১০ জন আহত হয়। এদের মধ্যে কুপিয়ে জখম করা হয় পাঁচজনকে।